Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৬ মার্চ, ২০১৯

৪২ বর্ষ ১২ সংখ্যা ২৫ মার্চ, ২০১৯, সোমবার, ১০ চৈত্র, ১৪২৫

বামপ্রার্থীর সমর্থনে মিছিল ও সভা কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৪ মার্চ : পূর্ব বর্ধমান লোকসভা কেন্দ্রের বামপ্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র দাসের সমর্থনে কালনায় দুটি কর্মিসভা ও মিছিল সংগঠিত হয়। কর্মিসভায় বক্তব্য রাখেন ঈশ্বরচন্দ্র দাস, সিপিআই(এম) নেতা অমল হালদার, সুকান্ত কোঙার প্রমুখ। সিপিআই(এম) কালনা-২ ও কালনা শহর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে সেনেরডাঙা ও কালনা মহিষমর্দিনী স্কুলে অনুষ্ঠিত সভা দুটি পরিচালনা করেন যথাক্রমে সনাতন টুডু ও ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী। বক্তারা বলেন, আমরা যদি মানুষের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করাতে পারি, তাহলে বামপ্রার্থীদের জয় আটকানোর মতো ক্ষমতা কারো নেই। বিগত বছরগুলোতে কৃষক, বন্ধ কারখানার শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান নিয়ে যে আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে সেইসব মানুষকে সংগঠিত করে বামপ্রার্থীকে জয়ী করতে হবে। পাঁচ বছর আগে আচ্ছেদিনের প্রতিশ্রুতি

—এরপর চারের পাতায়

গুসকরায় দেওয়াল লিখনের কাজ চলছে জোরকদমে

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ২২ মার্চ : বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট প্রার্থীর নাম ঘোষণার সাথে সাথেই পূর্ব বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম, মঙ্গলকোট থানার বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে দেওয়াল লিখন। সাথে চলছে অঞ্চলে অঞ্চলে কর্মিসভা। যুব, কৃষক, মহিলা সহ সব গণসংগঠনের কর্মীরা নির্বাচনের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ডাঃ রামচন্দ্র ডোম এই এলাকার মানুষের কাছে শুধু পরিচিত প্রার্থীই নন, তিনি গরিব, খেটে-খাওয়া মানুষ, সাধারণ, বুদ্ধিজীবী মানুষের কাছেও খুব আপনজন।

প্রচারে বামপ্রার্থী আভাস রায়চৌধুরী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৪ মার্চ : বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বামপ্রার্থী আভাস রায়চৌধুরী-র সমর্থনে প্রচার চলছে লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র জুড়েই। দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের দুটি কেন্দ্র, গলসী, ভাতার, বর্ধমান উত্তর-দক্ষিণ ও মন্তেশ্বরে প্রার্থীর সমর্থনে মিছিল মিটিং চলছে। ১৯ মার্চ মন্তেশ্বরে সিপিআই(এম)-এর ডাকে একটি কর্মিসভা হয়। কর্মিসভায় বক্তব্য রাখেন প্রার্থী আভাস রায়চৌধুরী ও সিপিআই(এম) রাজ্য নেতা অমল হালদার। নেতৃবৃন্দ বলেন, বামপ্রার্থীকে জয়ী করতে হবে। মানুষকে বোঝাতে হবে গোটা দেশে এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। পাঁচ বছর আগে আচ্ছাদিনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসা বিজেপি সরকার পুঁজিপতিদের স্বার্থে নীতি গ্রহণ করেছে। এই সময়ে বেকারী বেড়েছে আকাশচুম্বী। একের পর এক শিল্প হয় বন্ধ হয়ে গেছে নতুবা রুগ্ন হয়ে গেছে। শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে। কৃষকের ফসলের দাম নেই। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম হু হু বেড়ে সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। সংসদে বামপন্থীদের প্রতিনিধি সংখ্যা কমে যাওয়ায় মেহনতি মানুষের কণ্ঠস্বর সংসদে পৌঁছায় না। আর মানুষের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ চাপা দিতে মানুষের মধ্যে জাতের নামে, ধর্মের নামে ভাগ করে দিতে চাইছে। অন্য দিকে আমাদের রাজ্যে গণতন্ত্রকে খুন করে মানুষের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। বাম আমলের ফি বছর এস এস সি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ এখন বন্ধ। প্যানেলে নামা থাকা চাকরি প্রার্থীরা আজ দীর্ঘ অনশনে। গত নির্বাচনে শুধু ভোট দেওয়ার অধিকার নয়, নির্বাচনে দাঁড়ানোর অধিকার পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছিল। তাই আধা-সামরিক বাহিনীর তত্ত্বধানে ভোট হওয়ার কথা শুনে শাসক দল ভয় পেয়েছে। আসলে দানবের দুটি মুখ, একটা তৃণমূল অপরটি বিজেপি। কিন্তু পাকস্থলী একটাই, সেটা আদানি আম্বানিদের। তাই মানুষের ঐক্য গড়ে তুলে মেহনতি মানুষের মুক্তির সংগ্রাম আরও তীব্র করতে হবে। তাই আমাদের মানুষের বাড়ি বাড়ি যেতে হবে। তাদের বুঝিয়ে আমাদের লড়াই-এর ময়দানে আনতে হবে। আর এই দায়িত্ব বুথে বুথে নিতে হবে বাম কর্মীদেরই। চ্যালেঞ্জ নিতে হবে সব মানুষের কাছে পৌঁছানোর। বাম প্রার্থী আভাস রায়চৌধুরীকে জয়ী করার শ্লোগান তুলে কর্মীসভা শেষে মন্তেশ্বর বাজারে বিশাল মিছিল সংগঠিত হয়।

দুর্গাপুর-বর্ধমান লোকসভার অন্তর্গত গলসী বিধানসভার বৃন্দাবনপুর গ্রামে বামফ্রন্ট প্রার্থী আভাস রায়চৌধুরীর সমর্থনে গলসী-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে দেওয়াল লিখন।

অনাহারে অর্ধাহারে রেল কর্মচারী ন্যায়বিচারের আশায়

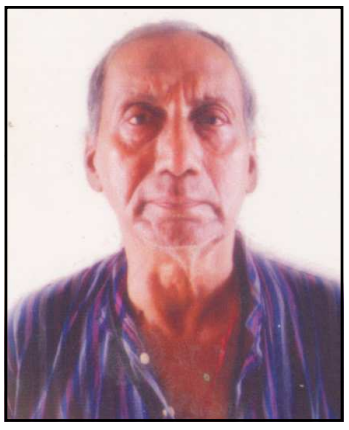

বিশেষ প্রতিবেদন : একজন মানুষ ৩৬ বছর ধরে ভারতীয় রেলকে নিজের পরিষেবা দিয়েও দুবছরের বেতনই শুধু নয়, ১৭ বছর পার

—এরপর চারের পাতায়

আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই(এম) প্রার্থী গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী এলাকায় প্রচারে।

আইনজীবী সমিতির সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৮ মার্চ : সারাভারত আইনজীবী সমিতির বর্ধমান কোর্ট কমিটির ত্রয়োদশ সম্মেলন বর্ধমান কোর্ট প্রাঙ্গণে ভবদীশ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। রিপোর্ট পেশ করেন তমাল দে। ৭জন আলোচনায় অংশ নেন। আয়-ব্যয়ের রিপোর্ট পেশ করেন এরফান আলি। সম্মেলন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে দুর্লভ মল্লিক সভাপতি, পার্থ চৌধুরী সম্পাদক ও সুতপা মল্লিক কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

বসন্ত এসে গেছে

কল্যাণ সান্যাল

নির্বাচন গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ পরীক্ষা। এই পরীক্ষা উতরেই ক্ষমতার চাবিকাঠি হাতে আসে। ক্ষমতার রাজনীতির কারবারে যারা লিপ্ত তারা তাই নির্বাচন বৈতরণী পার হওয়ার প্রশ্নে সব অস্ত্রই প্রয়োগ করেন। তথাকথিত মূল ধারার রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের যে কোনভাবে তুলে ধরা এবং অন্যদের কালিমালিপ্ত করার এক অন্তহীন প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে জনহিতকর রাজনীতির তোয়াক্কা না করে জনমোহনের এক পঙ্কিল আবর্তে রাজনীতি ক্রমশ নিমজ্জিত হচ্ছে এই নির্বাচনকে ঘিরেই। অল্প কিছু বামপন্থী রাজনৈতিক দল ছাড়া সব রাজনৈতিক দলকেই এই খেলার কুশলী খেলোয়াড় হয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। উন্নয়ন, সুশাসন, জনকল্যাণ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হয় খুবই, কিন্তু যাঁরা এগুলি ব্যবহার করেন তাঁরা জানেনই না ওগুলির অর্থ ঠিক কী? আর তাই সরকার পরিচালনার অধিকার পেয়ে যথেচ্ছাচারে লিপ্ত হয়েও ওই সব শব্দ তাঁরা ব্যবহার করতে ভোলেন না। জনগণেশ নির্বাক দর্শক হয়ে সব দেখেন। তাঁদের কাজ শুধু নির্বাচন করা এক-অসম্ভব অস্পষ্ট অবস্থায় শাসক খুঁজে বার করা। ভারত নামক রাষ্ট্রটির অনেক রাজ্যেই যুযুধান রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে বেছে নেওয়ার মতো কেউ না থাকলেও তাঁদের বাছতে হয়। আর সেকারণেই অনেক ক্ষেত্রেই কোন রাজনৈতিক দলকে শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও তা সবসময় হয়ে ওঠে না। কিন্তু বোধহয় এখানেই গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘন্টাও বেজে যায়। সেদিক থেকে দেখলে প্রতিটি সাধারণ নির্বাচন যদি গণতন্ত্রকে আরও বেশি পরিপক্ক করে তুলতে না পারে তাহলে তা গণতন্ত্রের শেষের দিনটির আবির্ভাব-সম্ভাবনা ত্বরান্বিত করছে একথা ভাবা অসঙ্গত হবে না।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শাসক দলের এক মধ্যমেধার নেতা বলে ফেলেছেন যে এই নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদী জয়যুক্ত হলে এদেশে আর কোনোদিন নির্বাচন হবে না। এই ভবিষ্যৎ বাণী তাঁর স্বকপোলকল্পিত নাকি নতুন কোনো শাসকীয় পরিকল্পনা আলটপকা বেরিয়ে পড়েছে তা বলা কঠিন। তবে একথা বলাই যায় যে আদর্শ এবং নীতির ক্ষেত্রে যারা ক্ষমতা ছাড়া আর কিছু বোঝে না তাঁরা এমন স্বপ্ন প্রায়শই দেখতে অভ্যস্ত। বিয়াল্লিশে বিয়াল্লিশটি আসন আমরাই পাব—এমন আস্ফালন যাঁরা করেন তাঁরা ভুলে যান এতে জনতার কতখানি অসম্মান হয়। অবশ্য জনতাকে সম্মান জানাবার শিক্ষা যে রাজনীতি দেয় তার অনুশীলন বড় সহজ কাজ নয়। অন্যকে প্রতিনিয়ত কর্দমাক্ত করার নেতিবাচকতা যে সব রাজনৈতিক দলের সাংস্কৃতিক অর্জন তাঁদের পক্ষে নিজেদের পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি গড়ে তোলার কাজটি কঠিন শুধু নয়, অসম্ভব। বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস—উভয় দলকেই এই মুহূর্তে একইরকম অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায়। এই রাজ্যে তৃণমূল এবং সারাদেশে বিজেপি সরকার চালানোর সুযোগ পেয়ে অনেকগুলো বছর কাটিয়ে ফেলেছে। কিন্তু উভয় দলই তাঁদের পূর্বসূরীদের নিন্দামন্দ করেই এখনও বুঝিয়ে যাচ্ছেন কেন তারা অসফল। আবার এর মধ্যেই তাঁরা মাঝে মাঝে বলে বসছেন যে তাঁদের যা করার ছিল তার বেশিরভাগই তাঁরা করে ফেলেছেন। এর অর্থ হল এক্ষুনি আর কিছু কাজ আশা করা যাবে না। এঁরা উভয়েই খুব বেশি প্রশ্ন করাও পছন্দ করেন না। নরেন্দ্র মোদী সবকিছু নিয়ে প্রশ্ন করাতে বেশ উষ্মা প্রকাশ করেছেন। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও প্রশ্ন পছন্দ না হলে সাংবাদিকদের

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

২৫ মার্চ, ২০১৯

সব চৌকিদার চোর!

২০০৮ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ইয়েদুরাপ্পা। তিনি ২৬৯০ কোটি টাকা তুলেছিলেন। সেই টাকা থেকে ২০০৯ সালে বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে দিয়েছেন এক হাজার কোটি টাকা। অরুণ জেটলি এবং নীতিন গড়করি পেয়েছেন ১৫০ কোটি টাকা করে। রাজনাথ পেয়েছেন ১০০ কোটি টাকা, আদবানি এবং মুরলী মনোহর যোশী পেয়েছেন ৫০ কোটি করে। এই টাকা দেবার কথা কন্নড় ভাষায় নিজ হস্তাক্ষরে স্বাক্ষর সহ লিখে রেখেছিলেন কর্ণাটকের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পা একটি ডাইরির পাতায়। কর্ণাটকে ইয়েদুরাপ্পাকে বাদ দিয়ে বিজেপি কার্যত অসহায়। কিন্তু মোদী আমলেই আয়কর হানার সময় ২০১৭ সালে ইয়েদুরাপ্পার এই গোপন ও রহস্যময় ডাইরি উদ্ধার করে আয়কর দপ্তর। আয়কর দপ্তরের বিবৃতিতে স্পষ্ট, সেই ডাইরি এখনও আয়কর দপ্তরের হেপাজতেই রয়েছে।

সম্প্রতি দিল্লির একটি পত্রিকায় প্রকাশিত বোমা ফাটার মতো এই সংবাদ এবং এই চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস হয়েছে। সেই সঙ্গে কংগ্রেসের অভিযোগ 'সব চৌকিদার চোর'! জানা গেছে ডাইরি উদ্ধারের পর ইয়েদুরাপ্পাকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল, স্বাভাবিকভাবেই তিনি বিষয়টি অস্বীকার করেছিলেন। পাল্টা অভিযোগ করেন, তাঁকে অপদস্থ করার জন্যই ষড়যন্ত্র। সওয়ালে সন্তুষ্ট না হয়ে আয়কর দপ্তর ইডি'কে দিয়ে বিষয়টির তদন্তের আবেদন জানায় অর্থমন্ত্রকে। অর্থমন্ত্রী কিন্তু তাতে সাড়া দেননি। ফাইলটি চেপে রেখেছেন দু'বছর ধরে।

স্বাভাবিকভাবেই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সমগ্র দেশের মানুষ এর সত্যাসত্য জানতে চায়। জানতে চায় আসলে কী ঘটেছিল সেই সময়ে?

আয়কর দপ্তর তদন্তের সুপারিশ করলেও অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি তাতে অনুমোদন দেননি। অথচ তিনি নিজেই টাকা নিয়েছেন বলে ডাইরিতে উল্লেখ রয়েছে। রহস্য তাই আরো ঘণীভূত হয়েছে।

ইয়েদুরাপ্পা কেমন মানুষ সমগ্র দেশের লোক তা জানে। তার গোটা জীবনটাই দুর্নীতির আবরণে ঢাকা। এক সময় সারা দেশে তোলপাড় করা বেআইনি খনি কেলেঙ্কারির নায়ক রেড্ডি ভাইদের তিনি ছিলেন প্রধান সহযোগী। বেআইনি জমি হস্তান্তরের অভিযোগেও তিনি অভিযুক্ত। এই সব দুর্নীতির জন্য লোকায়ুক্তে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছেন। এর জন্য তাকে জেলে যেতেও হয়েছে। ছাড়তে হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর পদ। এহেন নেতা যে বেআইনি টাকা তোলায় মাস্টার হবেন, তাতে কারোর সন্দেহ হবার কথা নয়। বর্তমানে বিজেপি'র টাকা তোলার লোকের অভাব নেই। কর্পোরেট সংস্থাগুলোই বিজেপি'র নেতাদের দু'হাত ভরে টাকা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ২০০৮ থেকে ২০১০ সালে বিজেপি'কে টাকার জন্য নির্ভর করতে হতো ইয়েদুরাপ্পার মতো লোকদের ওপর। তাই নির্বাচনের মুখে এই মোটা অঙ্কের ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ শাসক বিজেপি দলের গোটা শীর্ষ নেতৃত্বকেই কার্যত কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আর শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যেই রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং মোদী।

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ বা কংগ্রেসের 'সব চৌকিদার চোর' অভিযোগ সত্য না বিজেপি'র অস্বীকার সত্য, তার সমাধান জরুরি। সত্য প্রকাশিত হোক!

বিদ্যুৎস্পর্শে ভস্মীভূত খড়ের ট্রাক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২০ মার্চ : বিদ্যুতের তারের স্পর্শে আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়ে গেল খড় বোঝাই ট্রাক। ঘটনাটি ঘটে মন্তেশ্বর থানার ইচু ও পিপলন গ্রামের মাঝামাঝি মেমারি-মালডাঙ্গা সড়কে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, খড়বোঝাই ট্রাকটি মন্তেশ্বরের দিক থেকে মেমারির দিকে যাওয়ার সময় অকুস্থলে বিদ্যুৎ-এর তারে তারে ফ্ল্যাস হয়ে আগুন লেগে যায়। বেগতিক দেখে চালক ও খালাসি জ্বলন্ত ট্রাক থেকে লাফ মেরে প্রাণ বাঁচায়। খবর পেয়ে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এক ডজন প্রশ্ন

১. 'ডিজেল ইঞ্জিন' আবিষ্কারক কে ছিলেন? তিনি কবে জন্মান?
২. বাংলার দুই ঔপন্যাসিক বিমলের জন্ম হয় ১৮ মার্চ, কে কে? কোন কোন সালে জন্ম?
৩. আজাদ হিন্দ বাহিনী ভারতের কোথায় কবে ভারতের স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল?
৪. বর্ধমান পৌরসভার প্রথম ভারতীয় পৌরপ্রধান কে ছিলেন? তিনি কবে প্রয়াত হন?
৫. মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় কতজন কমিউনিস্ট নেতাকে কবে গ্রেপ্তার করা হয়? কবে এই মামলার নিষ্পত্তি ঘটে?
৬. ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার কোথায় কবে জনগণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়?
৭. ভারতের প্রথম মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কে হন? কবে নিযুক্ত হন? কোন দিন পর্যন্ত এই পদে ছিলেন?
৮. বিশ্ব কবিতা দিবস কবে? কোন সংস্থা কবে এই দিবস ঘোষণা করেছিল?
৯. এই বছর বিশ্ব জলদিবসের শ্লোগান কী? বিশ্ব জল দিবস কবে পালিত হয়?
১০. বিপ্লবী শহিদ ভগৎ সিং-এর কত বছর বয়সে কোথায় ফাঁসি হয়? তাঁর সঙ্গে আর কার কার ফাঁসি হয়?
১১. যক্ষ্মা রোগের জীবাণু কে কবে আবিষ্কার করেন? এজন্য তিনি কত সালে নোবেল প্রাইজ পান?
১২. আইরিশ মহিলা মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল কার কাছে কবে দীক্ষা নিয়ে ভগিনী নিবেদিতা নামে খ্যাত হন? কবে? **(উত্তর শেষের পাতায়)**

চিচিং ফাঁক - ১৭

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

ব্যাংকগুলি সমস্যায় জেরবার হয়ে পড়ল। একে তো সব রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখায় শাখায় লাভ বাড়াতে, খরচা কমাতে কর্মী সংকোচন করতে হয়েছে। নানা ধরনের মেশিন—যেমন নোট গোনার মেশিন, পাশ বই ছাপার মেশিন ইত্যাদি যা দিয়ে ঘাটতি কর্মী সংখ্যা সামাল দেওয়া যাবে মনে করা হয়েছিল, সেগুলি রোজ রোজ বিগড়ে যাচ্ছে, শাখার আধিকারিকরা মেশিন সারানোর জন্য ফোন করে করে হতোদ্যম হয়ে পড়ছেন। সারানোর কাজে একদিনের জায়গায় তিনদিন লেগে যাচ্ছে। বিপুল মানুষের কাজের চাপে সারাই-করা মেশিন আবার বিগড়ে যাচ্ছে। মানুষ আবার ক্ষেপে যাচ্ছে।

যে সামান্য নতুন নিয়োগ হচ্ছে, সেই কর্মচারীরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের কাজের সাথে পরিচিত না থাকায় সমস্যা বাড়ছে। কাজের বাজারে ইঞ্জিনিয়ার-ডাক্তার-বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর অনন্যোপায় হয়ে ব্যাংকের চাকরিতে চলে এসেছে। তাদের মধ্যে আবার পালা করে ট্রেনিং-এর জন্য পাঠানো হচ্ছে। ফলে, কর্মী ঘাটতি আরও বেড়ে যেতে লাগল। কাউন্টারের সংখ্যা হঠাৎ হঠাৎ কমিয়ে দেওয়া হতে লাগল। এরপর কর্মীদের অসুস্থতা, পারিবারিক প্রয়োজনে ছুটিছাটা। সেও না-মঞ্জুর করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মীদের তিরিখি মেজাজের কারণ হয়ে উঠলেন। কোপ পড়তে লাগল, নিরাপরাধ শান্তিপ্রিয় গ্রাহকের ঘাড়ে। বয়স্ক নাগরিকরাও রেহাই পেলেন না। বয়স্ক নাগরিকদের আলাদা পরিষেবা দেওয়া দূরের কথা, বসার জায়গা পর্যন্ত দিতে পারেনি ব্যাংকগুলি। রক্তে চিনির ব্যারাম, প্রস্রাবখানা নেই। মেয়েদের অবস্থা আরো খারাপ।

'পাগলা' এমন সময় একদিন বলল "যাই ব্যাংকে, একটা গতি হয়ে যাবে।" শিবানন্দ কবি ভনে, "তোর আবার ব্যাংকে কী দরকার?" পাগলা মুচকি হেসে জবাব দেয়, "ব্যাংকের লাইনে দাঁড়িয়ে যদি মরে যাই, নিখরচায় সৎকারটুকু তো হয়ে যাবে। ওই পয়সাটাই বাড়ির লোকের সঞ্চয় হয়ে থাকবে।" মানুষ রাস্তায় রাস্তায় পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। "এক পাগলে ভিখ পায়না, সাত পাগলের সমাহার"।

ব্যাঙ্কগুলি ছেঁড়া, ফাটা, ময়লা, চুনের দাগ-পানের পিক মাখা নোটগুলি (যেগুলি সাধারণত রিজার্ভ ব্যাংকে পাল্টানোর জন্য পাঠানোর কথা) অবলীলায় গ্রাহককে গছিয়ে দিতে লাগল। বাজারে সেগুলির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ছড়াতে লাগল নিত্যনতুন অশান্তি। সামান্য পরিমাণ টাকা তুলতে গিয়ে দু-পাঁচ হাজার টাকা অন্ততঃ ৫ টাকা, ১০ টাকার ধাতবমুদ্রায় নিতে হয়েছে। গামছা বা ধুতির খুঁটে বা শাড়ির আঁচলে ধাতব মুদ্রা বেঁধে ভারাক্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরছে গরিব মানুষ।

একদল সুযোগ-সন্ধানী মানুষ রটিয়ে দিল, ১০ টাকার মুদ্রা জাল। সংবাদমাধ্যম ছবি প্রকাশ করে উপদেশ দিল কেমন করে আসল চিনবেন। গুজবে বিভ্রান্ত হয়ে বাজারে ১০ টাকার ধাতব মুদ্রার লেনদেন বন্ধই হয়ে গেল। আরেক চিন্তির ৫০ পয়সার মুদ্রার মাপে ছোট ১ টাকার কয়েন। কেউ নিতে চায় না। কারণ জানা নেই। এই নিয়ে থানা-পুলিশ করার মতো, সময় নষ্ট করার মতো অবকাশ কোথায় মানুষের? দোকানী পাড়ার, তার সাথে কলহে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি। সুতরাং 'কিল খেয়ে কিল হজম'। নরেন্দ্র মোদী কত মানুষের পেশার দফারফা করে ছেড়েছেন। কোলকাতায় ছোঁড়া ফাটা নোট পালটানোর মাধ্যমে (অচল-সচল) হাওড়া, মেদিনীপুরের প্রায় ৪০০ মানুষ দৈনিক ৬০০ টাকা উপার্জন করে সংসার প্রতিপালন করতেন। রিজার্ভ ব্যাংকের পাদদেশে ওরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কাজ পেলেন কই? এখন এই পেশায় ১৫০ জন মতো আছেন। যাদের দৈনিক উপায় ১৫০ টাকার মতো। দক্ষিণ ২৪ পরগণার গ্রাম থেকে যে মানুষেরা শিয়ালদহ বৈঠকখানা বাজারে 'অচল-সচল' পেশায় নিয়োজিত ছিলেন, তাদের অবস্থাও তথৈবচ। নতুন নোট তাদের হাতে নেই-ই তো, খদ্দেরকে পালটে কী দেবে? এরকম বিভীষিকাময় পরিস্থিতি নীতিন গডকরীকে স্পর্শ করতেও পারেনি। তার মেয়ের বিয়েতে রাজা-মহারাজার ঐশ্বর্য দানসামগ্রীতে খরচ হয়েছে, অতিথি আপ্যায়নে (অপচয় সহ) খরচ হয়েছে যে অর্থ তাতে লক্ষ লক্ষ নিরন্ন মানুষ দু-বেলা পেটপুরে খেতে পারতেন ৩৬৫ দিন। মণ্ডপসজ্জায় যে টাকা খরচ হয়েছে তাতে আরেকটা 'রামোজি ফিল্ম সিটি' তৈরি করা যেত। অতিথিদের যাতায়াতের যানবাহনে ছিল অত্যাধুনিক বিমান, হেলিকপ্টার, দামি দামি সিডান গাড়ি, রাজা-মহারাজার বহনের জন্য আলোকিত-সুসজ্জিত অশ্বচালিত শকট। তা গৃহকর্তা নিজে প্রথমত সড়ক-নির্মাণকাজে অতিবৃহৎ একজন কন্ট্রাকটার, তার ঠিকাদারি সংস্থাগুলিতে দৈনিক মুনাফা কোটি -কোটি টাকার, তায় আবার তিনি বিপুল ক্ষমতাশালী সড়ক-নির্মাণ মন্ত্রী। সুতরাং 'নোটবন্দী' তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি।

এবার আসা যাক কার্ডের ব্যবহারের প্রসঙ্গে। এ পর্যন্ত দেশে ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডের সংখ্যা ১০০ কোটি ছাড়িয়েছে। রিজার্ভ ব্যাংক জানাচ্ছে, এই কার্ডগুলির ৫৪ শতাংশ নিয়মিত ব্যবহার হয়ে থাকে, এবং এটিএম থেকে টাকা তোলার জন্য ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার অনেক বেড়েছে। অন্যদিকে, ডিজিটাল লেন-দেনে ডেবিট-ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার বিশেষ বাড়েনি। টাকা তোলার কাজে কার্ডের ব্যবহার ৯২ শতাংশ।

নোটবন্দীর যন্ত্রণা এবং তজ্জনিত মানসিক আঘাত মানুষকে ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্মোহ এবং আস্থাহীন করে তুলেছে। নিজের টাকা, কষ্টের সঞ্চয় যে-কোনোদিন হাতছাড়া হয়ে পথে বসতে হতে পারে বলে মানুষের সংশয় জন্মেছে। এর মধ্যে রিজার্ভ ব্যাংকের যে গ্যারান্টি ছিল তা তুলে নেওয়ার আদেশ বেরিয়েছে। কোনও কারণে ব্যাংক যদি দেউলিয়া হয়ে যায়, তাহলে তারা মাত্র ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রত্যার্পণের দায়িত্ব নেবে। বাকি টাকা চিচিং ফাঁক।

লকারের ভাড়া ব্যাংক নেবে, কিন্তু লকারে যে মাল রাখা হবে, তা গ্রাহক নিজ দায়িত্বে রাখবেন। ব্যাংক-লকারে চুরি-চামারির দায় নেবে না।

এখন একটা ঝড় উঠুক ...!

নিত্যানন্দের কড়চা (১৮)

ঝড় বৃষ্টি আর অনশনে কেটে চলেছে একের পর এক দিন। 'দেশের অনেক মানুষই তো ভেজে!' শাসকের চরম অবহেলা আর উদাসীনতার শিকার এসএসসি উত্তীর্ণরা। এঁরা সকলে চাকরিপ্রার্থী, স্কুল সার্ভিস পরীক্ষার লিখিত পরীক্ষায় পাশ করেছেন, ইন্টারভিউতেও পাশ করেছেন, তবু ওঁদের মেরিট লিস্টে নাম নেই। বারবার গলা ফাটিয়েছেন, লেখা পরীক্ষায় পাশ, ইন্টারভিউতে পাশ- অথচ মেরিট লিস্ট জানার অধিকার নেই?

প্রাপ্য চাকরির দাবিতে তাঁদের দিন কাটছে খোলা আকাশের নীচে। ঠিক এই সময়ে প্রকৃতিও যেন বিরূপ, প্রায় প্রতিদিন বিকালে নিয়ম করে ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। যে ত্রিপল পেতে তাঁরা বসেছেন রাস্তায় অ্যাসফেল্টের মেঝেতে, সেই ত্রিপলেই মাথা ঢাকতে হচ্ছে। এরকম চলছে প্রতিদিন প্রতি রাতে। তবু তাঁরা অনড়। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, মশার কামড়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অনেকেই। রক্তচাপ, শ্বাসকষ্ট, ডেঙ্গু, রক্ত আমাশা নিয়ে ইতিমধ্যে অসুস্থ হয়েছেন ৭৩ জন। গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্ট হয়েছে দু'জনের। 'ইউরিন্যাল ইনফেকশন'ও হয়েছে ছ'জনের। এসবই ওঁদের গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। তাই এঁদের দাবির সমর্থনে পাশে দাঁড়িয়েছেন অ্যাসোসিয়েশন অব হেলথ সার্ভিস ডক্টরসের সদস্যরা। ওষুধ কেনার খরচ দিয়ে সহযোগিতা করছেন এবং প্রতিদিন নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন। সহমর্মিতা প্রকাশ করে সংহতি জানিয়েছেন শহরের অনেক কবি, সাহিত্যিক সহ বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। চাকরিপ্রার্থীদের প্রতি সংহতি জানিয়েছে রাজ্য বামফ্রন্ট। রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজ্য সরকারের অমানবিক আচরণের সমালোচনা করে শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। একই দাবি জানিয়েছেন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ সহ ছাত্র-যুব-মহিলারাও। সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ভারতের ছাত্র ফেডরেশন, ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে সরকারকে ধিক্কার জানিয়ে মিছিল করেছে।

এঁরা কেউ ভিক্ষে করতে আসেননি, সকলেই চাকরি পাবার পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছেন, মেধাবী তরুণ তরুণী। সরকার কানে নিচ্ছে না ওঁদের কথা! অথচ রাজ্য জুড়ে মেরিট লিস্ট নিয়ে নানা ঘটনা ঘটে চলেছে! গান্ধীমূর্তির সামনে থেকে শুরু হয়েছিল ওঁদের আন্দোলন গত ২৮ ফেব্রুয়ারি। সেখান থেকে পুলিশ ঠেলতে ঠেলতে সরিয়ে দেয়। প্রেস ক্লাবের সামনে ফুটপাতে কাগজ পেতে ওঁরা বসে পড়ে। সেই চলছে একটানা। আব্রুহীন রাস্তায় এ যেন এক উদ্বাস্তু শিবির। অদম্য জেদে, অভুক্ত অবস্থায় প্রায় এক মাস হতে চললো। মাথার উপরে প্লাস্টিকের আচ্ছাদন বা পলিথিন বাঁধতে দেয়নি শাসকের পুলিশ। পলিথিনের প্রান্ত তাই হাতে ধরেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সম্বল বলতে শুধু ছাতা। এ কোন সভ্য সমাজ? কোথায় প্রশাসন? কোনও সভ্য মানবিক দেশের কোনও রাজ্যের রাজধানী শহরে এভাবেও লড়াই চালানো যায় ওঁরা দেখিয়েছেন। বেঁচে থাকার ন্যূনতম সম্ভ্রমটুকু, ন্যূনতম আব্রুটুকও যেখানে আড়াল হয় না সেই রাজপথেই সেজে উঠেছে ওঁদের সংসার। প্রেস ক্লাবের সামনের রাস্তাটাই এখন ওঁদের বাড়িঘর। ব্যস্ত শহরের প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলার এই চত্বর। রাস্তায় ট্রাফিক, ধোঁয়া ধুলোতে চোখে সংক্রমণ, তবু ওঁরা উঠবেন না।

সমাজের প্রায় সব স্তরের মানুষ উদ্বিগ্ন এঁদের জন্য। চিন্তিত সকলে কিন্তু বিন্দুমাত্র ভাবনা নেই রাজ্য সরকারের। সরকার যেন বধির-মূক। ওঁদের তেজ কিন্তু বাড়ছে দিন দিন। কেউ ওঁদের ভিখিরি ভেবেছেন, কেউ ভেবেছেন উদ্বাস্তু। কেউ বা বলছেন রাজনৈতিক দলের দালাল—এসব ওঁদের সয়ে গিয়েছে। মিলিটারির মেইল দেখিয়েও কেউ কেউ ভয় দেখিয়েছে, হুমকিতে আর ওরা ভয় পায় না। বলেছে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি, হয় চাকরি নয় এখানেই মরব, তবু আমরা উঠব না!

এখন শুধু ঝড়ের প্রতীক্ষা ... !

অন্য সংস্কৃতি

অনুগল্প

একটি কাকের কাহিনি

কাকলি ঘোষ

শীতের সকাল। গায়ে সকালের রোদ মেখে পাড়ার চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে আছি। গ্লাস হাতে ধূমায়িত চায়ে চুমুক দিচ্ছি, এমন সময় রে রে চিৎকার—গেল, গেল, সামালকে সামালকে।

প্রচণ্ড জোরে বাইকের ব্রেক কষার শব্দ। কিছু দূরে একটা বাইক চালক সমেত ছিটকে পড়ল। চারপাশের লোক ঘিরে ধরল। কেউ কেউ চিৎকার করে উঠল, পালালো পালালো। ধর ধর বাইকটাকে।

কিছুদূর পর্যন্ত লোকেরা পলাতক বাইকের দিকে তাকিয়ে রইল। একটু দূরে ছিটকে পড়া বাইকটা। চালক তিন হাত দূরে পড়ে আছে রাস্তার উপর উপুড় হয়ে। কপালের ধার ঘেঁষে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। আমাদের পাড়ার স্বপন চিরকালই একটু ডাকাবুকো। ও সবার আগে বাইক চালককে তুলতে গেল। চায়ের দোকান থেকে রাজেনকাকু চেঁচিয়ে বললেন, —এই স্বপন, একদম হাত দিও না। একদম তুলতে যেও না। আগে পুলিশ আসুক তারপর দেখা যাবে।

—কাকু, কখন পুলিশ আসবে তার কি ঠিক আছে? ততক্ষণে তো সাবাড় হয়ে যাবে। একটা অ্যাম্বুলেন্স ট্যাম্বুলেন্স ডাকি।

রাজেনকাকু খবরের কাগজটা মুড়ে লাফিয়ে উঠলেন—না না, ওসব করতে যেও না স্বপন। দিনকাল খারাপ। কী থেকে কী হয় বলা যায়? এটা মার্ডার কেসও তো হতে পারে। জানোই তো বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, আর পুলিশে ছুঁলে একশো আঠারো ঘা।

আমরা চায়ের গ্লাস হাতে চুপচাপ দেখতে থাকলাম ছেলেটির ছটফটানি আর অপেক্ষা করতে থাকলাম কখন পুলিশ আসে।

বাড়ি ফেরার পথে দেখি বুড়ো বটতলায় কাকেদের জলসা বসেছে যেন। প্রায় দশ-পনেরোটা কাক কা-কা ডাকে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলেছে। কী ব্যাপার? সাত সকালে এত কাক কেন? কাকেদের জনসভা না কী? একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি একটা কাক বুড়ো বটতলার নিচে পড়ে ছটফট করছে। ওড়ার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। কাকের দল ওকে ঘিরে রেখেছে। হঠাৎ দেখি ওদের মধ্যে একটা কাক ওই অসুস্থ কাকটার পিঠের ওপর চেপে ওকে ওম দিচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে দেখি অসুস্থ কাকটা একটু একটু ডানা ঝাপটাচ্ছে। তারপর দেখি ওই অসুস্থ কাকটাকে নিয়ে কাকের দল উড়ে চলে গেল। আমি তো থ। পাশের বাড়ির ছোট্ট তুতান বলল, 'সোনাকাকু, কাকেরা কী ভালো বল, অসুস্থ বন্ধুকে ফেলে রেখে যায়নি। সঙ্গে নিয়ে গেল।' আমি চমকে উঠলাম। এ কোন উদাসীন স্বার্থপর পৃথিবী আমরা তৈরি করেছি। প্রকৃতির অফুরান স্বাভাবিকতাকে আমরা আধুনিকতার সুসভ্য জঙ্গলে বলি দিয়েছি। এক আকাশ নীরবতা আমার কানে কানে বলল, "তুমিও খুনি।"

দেশ মানে কি শুধুই যন্ত্রণা

পার্থ চক্রবর্তী

সে এসেছিল বৃষ্টিভেজা শরীর নিয়ে
সন্ধে নামার একটু আগে
হঠাৎ তখন ঝোড়ো হাওয়ায়
লেখার পাতা উল্টে গিয়ে
তোমায় দেখে চমকে উঠি
২০ বছর আগের তুমি
২০ বছর পরে এলে
বদলে গেছে অনেক কিছুই
তবু তুমি একই আছো।
কয়েক ঘন্টা থাকবে বলে এসেছিলে
আমার ভয় পাওয়া চেহারা
দেখে বলেছিলে
ভীতু পায়রা তুমি
সেই রাতে বেরিয়ে গেলে
সকালবেলা পেপার দেখে চমকে উঠি
রক্তমাখা শরীর নিয়ে পড়ে আছো ড্রেনের ধারে।
সেই অপরাধের বোঝা বইছি আজও
সেই ঘটনায় আমার স্বামীর পদোন্নতি
থানার এখন বড়বাবু
তুমি দেশের কাজ করতে গিয়ে মারা গেলে
আমার স্বামী দেশের কাজে উঁচু পদে আসীন হলো।
ছেলে আমার প্রশ্ন করে—দেশ মানে কী!
শুধুই যন্ত্রণা?

গড়ে তুলি বিপ্লব

কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়

চলে যায় সব কিছু
কর্মের দোষে ভাই
যারা আসে তারা করে
দিন রাত খাই খাই।

কথা আছে চোখে-মুখে
খই ফোটে সারাদিন
প্রচারের তালগোলে
বেড়ে যায় আরো ঋণ।

চারিদিকে খুন ত্রাস
ধর্ষণও আখছার
বাধা নেই কোনো কিছু
খাও, পিও, জিও আর।

লোকসানে চলে কৃষি
কারখানা টা-টা বাই
কোথা যাবে লোকজন
ছাই ওড়ে শুধু ছাই।

এখন তো পিঠ ঠেকে
অবশেষে দেওয়ালে
আর নেই পথ কোনো
পানি নেই নেই হালে।

ভেবে দেখ কোথা যাবে
দাঁড়াবে কি ঘুরে সব
চলো তবে যাই হেঁটে
গড়ে তুলি বিপ্লব।

ঘোড়সওয়ার

মলয় রায়

খাদ্যঝোলায়
যুদ্ধ পুরে
ভোট সওয়ার।

দেশপ্রেমের
বাণীর বহর
বান জোয়ার।।

যুদ্ধ নয়।
শান্তি চাই।
ছুটছে মানুষ
ঘোড়া সওয়ার।।

ভাত রুটি
আর
নুন পান্তার
ঘর দুয়ার।

দেশপ্রেমীর
আসলি
খুনের
খুন জোয়ার।

যুদ্ধবিরোধী
যুদ্ধে মানুষ
ঘোড় সওয়ার।।

লাল পতাকায়
রং জোয়ার।
ছুটছে মানুষ
ঘোড় সওয়ার।।

স্মার্ট

লক্ষ্মণদাস ঠাকুরা

গা ঘেঁসে হুস করে চলে গেল
বেপরোয়া মোটর সাইকেলটা।
কানের ছোট ছোট রিং চিক্ চিক্ করে উঠল।
ডান হাতে স্টিলের থালায় আলো ছিটকে নিভে গেল।
বাঁ কাঁধে চাপা মোবাইলে কথা থামার নয়।
চুলটা মিঠুন ছাঁট—ওটা আপডেটেড্ নয় যদিও
চটা ফটা জিন্সেই অধিক স্মার্টনেস্।

ফুটপাথে পাতানো সংসারে 'মা' চিৎকারে থেমে গেল শিশু
আমার পাজামায় লাগল রক্তের ফিনকি ছিটে।

এই শহরে বড় হয়েছি, শহর হয়েছে বড়।
তখন মদ ছিল, ছিল মাতাল, ছিল না ত্রিফলা।
আলোয়, ভালোয় ভালোয় গলি বেয়ে বাড়ি ফিরলাম
খবরে বলছে—ভারত খোলাস ছাড়ছে
স্মার্ট ইন্ডিয়া রাইজিং—
দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ দুলাখ।
আমার কথা বিশ্বাস না হয়
গুগল সার্চে দেখে নিন—সত্য মিথ্যা।
তিনটে সাবান ঘষেও রক্তের দাগ উঠল না আজও।

কী লাভ

জমর সাহানী

কী লাভ তাতে?
ধরা যাক যদি
আমরা
শতাধিক বছর ধরে
দুনিয়ায় বেঁচে রইলাম।

কী লাভ তাতে?
শতাধিক বছর ধরে
দুনিয়ায় বেঁচে থেকে
যদি না
দুনিয়াটাকে সুন্দর করে গড়ে তোলার ব্যাপারে
আমাদের কোনো ভূমিকা থাকে।

বিশ্বাস

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

একান্তে বিলীন, তবু চাঁদ
মুছে দেয় ক্ষত
আঁধার পেরিয়ে নেমে আসে
বিশ্বাস
স্বপ্ন জুড়ে মধুমাস
আসে অবিরত।

এ রাজ্যের কৃষক বিজেপি করবে কেন?

বিশ্বজিৎ সরকার

রাজ্যে তৃণমূল ও সারা দেশে বিজেপির অপশাসন ঢাকতে বাজারি প্রচারমাধ্যম ব্যস্ত। বিজেপির আঁতুরঘরগুলি—মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থানে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি হেরেছে। তার মুখ্য কারণ কৃষকের প্রতিশ্রুতি রাখতে ব্যর্থ মোদী। স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কৃষকের ফসলের দাম কি মিলছে? বা মোদীর প্রতিশ্রুতি মতো ফসল উৎপাদন খরচের দেড়গুণ সহায়ক মূল্য হিসাবে ধার্য হয়েছে? কৃষিঋণ মুকুব কি হয়েছে? বলা হয়েছিল বছরে ২ কোটি বেকারের চাকরি দেওয়া হবে। সে হিসাবে প্রায় পাঁচ বছরে ১০ কোটি বেকারের চাকরি হওয়ার কথা, হয়েছে? এই সাড়ে ৪ বছরে ৮.২৩ লাখ। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা জানাচ্ছে, বলা হয়েছিল প্রতি গরিব মানুষের অ্যাকাউন্টে ১৫ লাখ করে টাকা ঢুকবে। ঢুকছে কি? তিনি দেশকে চৌকিদারের মতন পাহারা দেবেন। অথচ চৌকিদারের সামনে থেকে বিজয় মাল্য ৯০০ কোটি টাকা নিয়ে পালালো। নীরব মোদী ১৫০০ কোটি টাকা আর মেহুল চোকসি ১৩০০ কোটি টাকা নিয়ে বিদেশে চলে গেলেন।

কেউ কেউ বলছেন রাফালে কেলেঙ্কারির থেকেও কৃষকের ফসল বিমা যোজনায় হাজার হাজার কোটি টাকা লুঠ হয়েছে। একটি তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে ফসল বিমা যোজনায় ৭০০০ কোটি টাকা লাভ করেছে বিমা সংস্থাগুলি। দ্বিতীয় বছরে লাভের পরিমাণ ১২৬০০ কোটি টাকা। ডিজেল, কেরোসিন, রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ছে প্রতিদিন। নোট বাতিল, জি.এস.টি বিপুল অংশের মানুষকে সর্বস্বান্ত করে দিল। সমীক্ষার রিপোর্ট নোট বাতিল, পণ্য পরিষেবা করের ঠেলায় ৩৫ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছেন। মোদীজি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলি জলের দরে বিক্রি করে দিয়ে বড়লোকদের উপকারে মেতেছেন। এবছরেই প্রায় ১২০০০ কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। ২০১৫ সালে ১২,০৬২ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ২১ বছরের ৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৫ জন কৃষক আত্মঘাতী হয়েছেন। দিনে ৩৩ জন। কেন এত কৃষক আত্মহত্যার পথে যাচ্ছেন? কেনই বা আগে এই মৃত্যু বিভীষিকা দেখা যায়নি। কৃষকের ঋণ বাড়ছে, ফসলের দাম নেই। খোলা বাজার মানে ফড়ে, দালাল নির্ভর বাজার। বাজার ছেয়ে গেছে দালাল, অসাধু ব্যবসায়ীতে। মোদীজির প্রতিশ্রুতিমতো কৃষকের ঋণ মুকুব হয়নি। আমাদের রাজ্যে এই কয়েক বছরে ১৯৫ জন কৃষক আত্মঘাতী হয়েছেন। অথচ কর্পোরেট সেক্টরগুলির কাছে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বর্তমানে ১৩ লক্ষ কোটি টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১২টি কোম্পানির তালিকা প্রকাশ করেছে—যেমন ভূষণ স্টিল, ল্যানকো ইনফ্রাটেক, অলোক ইন্ডাস্ট্রিজ, এম টেক অটো, এসার স্টিল, ভূষণ পাওয়ার এন্ড স্টিল ইত্যাদি কোম্পানিগুলির কাছে হাজার হাজার কোটি টাকা অনাদায়ী ঋণ।

কৃষকের ঋণ মুকুব হচ্ছে না অথচ কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে মোদী সরকার ২০১৪ সাল থেকে তিন বছরে ২.৪২ লক্ষ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ঋণ মুকুব করেছে। ২০১৭-১৮ সালে বছরে ১.৪৪ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ঋণ মুকুব করেছে। অনাদায়ী ঋণ শোধের মাত্র ১ শতাংশ কৃষক। তিন বছরে ইডি ৬০৫ টি মামলা রুজু করেছে এবং বাজেয়াপ্ত করেছে মাত্র ২৭,৯৮২ কোটি টাকার সম্পত্তি। সর্বগ্রাসী সঙ্কটের মধ্যে সারা দেশের কৃষকসমাজ। বীজের দাম, সারের দাম, কীটনাশক ওষুধের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ফসলের (ধানের) সহায়ক মূল্য হওয়া উচিত ২৩৪০ টাকা। আমাদের রাজ্যে রাজ্য সরকারের ধানের সহায়ক মূল্য ১৭৫০ টাকা। তার উপর ফড়ে ও অসাধু ব্যবসায়ীর দৌলতে কৃষক কোথাও ১২০০, ১৩০০ টাকায় ধান বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন বা হচ্ছেন।

বিগত সাত বছরে এরাজ্যে কৃষি ও কৃষকের বাস্তব দুর্দশা নিয়ে কত কথাই লিখতে হবে জানা নেই। বামফ্রন্টের আমলে এ দুরবস্থা কখনোই ছিল না। দেশের বহু রাজ্যে অভাবি বা ঋণগ্রস্ত কৃষকের বহু আত্মহত্যার ঘটনা ঘটলেও পশ্চিমবঙ্গ তা থেকে মুক্ত ছিল। আমাদের গর্বের প্রসঙ্গ ছিল তা। এখন আর সে অবস্থা আদৌ নেই। রাজ্য সরকার নানাভাবে গোপন করার অপপ্রয়াস করলেও পশ্চিমবঙ্গে কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা বাড়ছে। কৃষক মান্ডির নামে নীল সাদা রঙ-এর কিছু বাড়ি হলেও কৃষকদের উৎপাদিত ফসল সঠিক দামে কিনে নেবার সরকারি পরিকাঠামোই না থাকার ফলে কৃষকদের অভাবি বিক্রয়ে বাধ্য করা হচ্ছে। লাভবান হচ্ছে মধ্যস্বত্বভোগীরা। সারা দেশের সঙ্গে এ রাজ্যের কৃষকরা বিজেপি করবে কেন, তৃণমূলই বা করবে কেন?

দোল ফাগুনে বসন্তোৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ২১ মার্চ : দুদিনের দোলে মেতে উঠল বর্ধমান। এদিন বর্ধমান শহরের খোসবাগানে ভলিবল মাঠে, শহর বর্ধমানের সমকালীন চিত্রকর ও ভাস্কর দলের 'অঙ্কন'-এর প্রদর্শনী ও শিল্পমেলার উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত ভাস্কর জনক ঝংকার নারজারি। উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাধিপতি দেবু টুডু, ডাঃ স্বরূপ দত্ত, ডাঃ অশোক মজুমদার, ডাঃ পল্লবী মাঝি, কবি স্বপ্নকমল সরকার, সঙ্গীতশিল্পী মানব বন্দ্যোপাধ্যায়, কলারসিক সুশান্ত চৌধুরী, অংকন-এর সভাপতি ক্ষীরোদবিহোরী ঘোষ, সম্পাদক প্রভাত মাঝি প্রমুখ। ২৩ মার্চ 'ব্রহ্মকমল' বাচিক শিল্পের কণ্ঠস্বর কবিতা ও গান আবৃত্তি নিয়ে এক জমজমাট আসর বসে ভলিবল মাঠে। উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক কুশল চক্রবর্তী, দেবেশ ঠাকুর, দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, দীপ মুখোপাধ্যায়, স্বপ্নকমল

সরকার, শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ, অলক দেব, ব্রহ্মকমলের পক্ষে কাকলি মজুমদার, শিবাশিস সাহা, সুশান্ত মণ্ডল প্রমুখ।

বাঁচার লড়াইয়ে কৃষকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২২ মার্চ : সরকার গুলি চালাক, কামান দাগুক তবুও আমাদের জীবন-জীবিকার আন্দোলন থামানোর হিম্মত কারো নেই। প্রাণ দেব, রক্ত ঝরাবো, তবুও আমাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবো। রাজ্য তথা দেশ জুড়ে যখন হোলি উৎসব মহা সমারোহে পালিত হচ্ছে, তখন কৃষকরা সংগঠিত হয়ে মিছিল-পথসভা করে নিজেদের কঠোর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন। তাঁরা জানান, তাঁদের দাবি আদায়ে অ-নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মন্তেশ্বরের বামুনিয়া বাজারে সড়ক অবরোধ শুরু করা হবে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সডক অবরোধ চলবে। কৃষকদের দাবিগুলি হল—কৃষিপ্রধান মন্তেশ্বর ব্লকে এই মরশুমে ব্যাপক বোরো ধানের চাষ হয়েছে। সবেমাত্র ধান গাছে থোর এসেছে। কয়েক দিনের মধ্যে শীষ দেখা দেবে। কিন্তু বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি মোটা অঙ্কের বিদ্যুৎবিল বকেয়া দেখিয়ে মিনির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে শুরু করেছে। এলাকার কৃষক ইয়াকুব শেখ, বুলবুল মোল্লা, অমিয় মণ্ডল, অসিত দাঁ প্রমুখরা জানান—জামনা, মাঝেরগ্রাম, পিপলন এই তিন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৬০-৭০ জন কৃষকের মিনির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। মাঠের ধান জল না পাওয়ায় শুকাচ্ছে। বিডিও, এসডিও সহ বিভিন্ন সরকারি আধিকারিককে জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি। কৃষকদের দাবি—বিদ্যুৎ বিল আমরা দিতে রাজি আছি। কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকার ভুতুড়ে বিল দেওয়ার ক্ষমতা নেই।

সেই ব্যাপারে সু-বিবেচনার আবেদন জানিয়েও কোনো সাড়া মেলেনি। বরং বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি আরো আগ্রাসী হয়ে বোরো চাষের মাঝ পথে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে আমাদের মারার চেষ্টা করছে। ধান চাষ মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের ঋণ থেকে অব্যাহতি পেতে আত্মহননের পথ বেছে নিতে বাধ্য হতে হবে। তাই আমরা মরার আগেই মরে যেতে চাই না। বরং দাবি আদায়ে আমরণ লড়াই চালিয়ে শহিদের মৃত্যু বরণ করবো। এটাই আমাদের শপথ।

ব্রহ্মকমল-এর অনুষ্ঠান

সংবাদদাতা : 'ব্রহ্মকমল' এই চিত্রপ্রদর্শনীটি একপ্রান্তে সুদৃশ্য মঞ্চ করে তাদের ১ম অনুষ্ঠান করলেন। বর্ধমান জেলার শিল্পের বিভিন্ন অঙ্গনের গুণী মানুষদের মঞ্চে এনে সম্মাননা জানান। সম্প্রতি প্রয়াত কবিদের রচনা থেকে পাঠ করে শোনানো হয়। বর্ধমানের বেশ কয়েকজন আবৃত্তিকার ও শিল্পী সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

কলকাতা থেকে দীপ মুখোপাধ্যায় এসেছিলেন তাঁর ছড়ার ডালি নিয়ে। অলকানন্দা সরকার তাঁর সপ্রতিভ কথামালায় মুগ্ধ করেন দর্শকদের। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন শিবাশিস সাহা ও কাকলি মজুমদার।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু মন্তেশ্বরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্তেশ্বর, ২২ মার্চ : বজ্রাঘাতে এদিন মৃত্যু হয় সুবল ঘোষ (৬৫) নামের এক বৃদ্ধের। ঘটনাটি ঘটে মন্তেশ্বর থানার বামুনপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শাহাজাদপুর গ্রামের সন্নিকটে নিলেচকা নদীতে। স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জয় ঘোষ জানান, শাহাজাদপুরের পেশায় গো-পালক সুবল ঘোষ মোষের গা-ধোওয়াতে নদীতে যান। সেই সময় বাজ পড়লে উনি আহত হন। সঙ্গে সঙ্গেই মন্তেশ্বর ব্লক হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তারবাবু তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১) জার্মান বিজ্ঞানী রুডলফ ডিজেল, জন্ম ১৮৫৮ সালের ১৮ মার্চ। ২) বিমলচন্দ্র ঘোষ এবং বিমল মিত্র, প্রথমজন ১৯১০ সালে, দ্বিতীয় জন ১৯১২ সালে। ৩) উত্তরপূর্ব ভারতের কোজিয়ামায়, ১৯৪৪ সালের ১৯ মার্চ। ৪) রায়বাহাদুর নলিনাক্ষ বসু, ১৯২১ সালের ২০ মার্চ। ৫) ৩১ জন, ১৯২৯ সালের ২০ মার্চ, নিষ্পত্তি ১৯৩৩ সালের ৩ আগস্ট। ৬) কলকাতায়, ১৮৩৬ সালের ২১ মার্চ। ৭) সুকুমার সেন, ১৯৫০ সালের ২১ মার্চ, ১৯৫৮ সালের ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ৮) ২১ মার্চ, ইউনেস্কো, ২০০০ সালের ২১ মার্চ। ৯)কেউ পিছিয়ে থাকবে না। ২২ মার্চ। ১০) ২৩ বছর ৬ মাস বয়সে, লাহোর জেলে ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ, বিপ্লবী শিবরাম হরি রাজগুরু ও বিপ্লবী শুকদেব। ১১) বিজ্ঞানী ডাঃ রবার্ট কথ। ১৮৮২ সালের ২৪ মার্চ, ১৯০৫ সালে চিকিৎসাশাস্ত্রে। ১২) স্বামী বিবেকানন্দ, ১৮৯৮ সালের ২৫ মার্চ।

কালাদিবস পালন ও ধিক্কার মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২০ মার্চ : পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে কালা দিবস পালন ও ধিক্কার মিছিল করলেন কালনা মহকুমা আদালতের কর্মচারীরা। মিছিল শেষে বিক্ষোভসভায় বক্তব্য রাখেন আদালত কর্মচারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শ্যামলকুমার মণ্ডল, চন্দন কুমার দে, সাগর অধিকারী প্রমুখ। চলতি মাসের ১৬ তারিখে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ আদালতের কর্মচারীরা জেলা জজের দপ্তরের সামনেই পুলিশের হাতে আক্রান্ত হন। সেই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বক্তারা বলেন—দোষীদের গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলবে। আদালত কর্মচারীদের উপর পুলিশের এই কদর্য আক্রমণ আমরা কোনো ভাবেই মেনে নেব না। আদালত কর্মচারীদের আন্দোলনকে সংহতি জানান কালনা মহকুমা আদালতের আইনজীবী সংগঠন। আইনজীবী পার্থসারথী কর জানান, পুলিশের এই আক্রমণকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করছি। পাশাপাশি ওদের আন্দোলনে সংহতি জানাচ্ছি।

ন্যায়বিচারের আশায়

—প্রথম পাতার পর

হলেও পেনশন, গ্র্যাচুইটি, অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে অর্ধাহার-অনাহারে জীবনযাপন করছেন। হন্যে হয়ে ছুটে বেড়িয়েছেন, মামলা করেছেন, পূর্ব রেলের কর্তৃপক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েও কোনো সুরাহা পাননি। হতাশ, অনাহারক্লিষ্ট এই মানুষটি তবে এখনও আশাহত হননি। জীবনে, কর্মক্ষেত্রে সততাই তার সম্পদ। তিনি ন্যায়-বিচার পাবেন—এমনই তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়। ৩৯ বছর আগে তাঁর স্ত্রী প্রয়াত হয়েছেন। দুটি সন্তানই প্রতিষ্ঠিত এবং বাইরে থাকেন। এত যন্ত্রণার মধ্যে তাঁর সবচেয়ে যন্ত্রণা হল বিভাগীয় ন্যায় বিচার না পাওয়া। তাঁর অংশের ভিটে বিক্রি করে কোনো রকমে জীবনধারণ করে আছেন তিনি—একটাই আশা ন্যায়বিচার পাবেন।

এই ব্যক্তির নাম অপরেশ মিত্র। তিনি পূর্বরেলে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার, ই.আই. হেড কোয়ার্টার ফেয়ারলি প্যালেস-এ কাজ করতেন। ১৯৬৬ সালে রেলে চার্জম্যান হিসেবে লিলুয়া ওয়ার্কশপে যোগদেন। ২০০০ সালে তাঁকে হঠাৎ করে মুঘলসরায় স্থানান্তর করা হয়। সে সময় তিনি অসুস্থ। তাঁকে রিলিজ করা হয়নি। সেবছরে মার্চ মাস পর্যন্ত বেতন পেয়েছেন। তারপর থেকেই তাঁর বেতন বন্ধ। অবসরের কোনো কাগজপত্র তাঁকে দিয়ে সই করানো হয়নি। পেনশন গ্র্যাটুইটি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে এখনও দরবার করে যাচ্ছেন, পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর পর্যন্ত ন্যায় বিচারের আশায়।

আয়নার দোলফাগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : ২১ ও ২২ মার্চ বর্ধমান টাউনহল প্রাঙ্গণে মেতে উঠেছিল দোলের আবহে। ছত্রপতি চাঁদোয়ার এক পাশে মঞ্চ 'আয়না'-র উদ্যোগে এই দুদিন অনুষ্ঠিত হল নাচ গান আবৃত্তির মাধ্যমে বসন্ত উৎসব। দুদিন শুরুর পর পরই ছিচকাঁদুনে বৃষ্টি সাময়িক বিরতি, পরক্ষণই শতাধিক শিশু নাচের মাধ্যমে উপেক্ষা করলো প্রকৃতিকে। বর্ধমানের সবকটি নাচের সংস্থা অংশ নিয়েছিল অনুষ্ঠানে। প্রখ্যাত কজন গায়কও অংশ নিয়েছিলেন সুরতরঙ্গে।

অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন দেবেশ ঠাকুর, মণিকা ঠাকুর। প্রতিদিনই প্রাঙ্গণ ভরে উঠেছিল নৃত্যানুষ্ঠান দেখতে আসা মানুষের ভিড়ে।

বসন্ত এসে গেছে

—প্রথম পাতার পর

ধমক-ধামক দিয়ে ফেলেন কোনো সৌজন্যর কথা না ভেবেই।

কিন্তু সমস্যা হল একদিকে অর্গলহীন প্রতিশ্রুতিদান এবং অন্যদিকে প্রতিশ্রুতিপালনে অনীহা দেশবাসীর ক্ষোভ বাড়িয়েই চলেছে। কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে কেন্দ্রে বিজেপি এবং রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছিল তা পালনে বিন্দুমাত্র আন্তরিকতা তাঁদের ছিল না। বরং এমন পদক্ষেপ তাঁরা গ্রহণ করেছেন যার ফলে কর্মহীনতা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। পরিসংখ্যানের কারচুপিতে তা ঢাকার চেষ্টা, যে কতটা অর্থহীন তা বোঝার ক্ষমতা তাদের নেই একথা ভাবা ঠিক হবে না। কিন্তু উভয় সরকারই চেষ্টা করে চলেছেন তাদের ব্যর্থতা ঢাকতে। ভুল তথ্য পরিবেশন করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের নাজেহাল হতে হচ্ছে। কেন্দ্রে শাসকদল ক্ষমতায় এসেছিল দুর্নীতিমুক্ত একটি শাসন উপহারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। সেই প্রতিশ্রুতিও আজ তাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে। পিঠ বাঁচাতে যুদ্ধজিগিরের সাহায্যও নিতে হয়েছে। এদেশের মানুষ উগ্র জাতীয়তাবাদের মত্ততা এর আগেও দেখেছেন। সুতরাং এসব কিছু তাঁদের কাছে একেবারে নতুন কিছু নয়। আর তাই অনেক ঝুঁকি নিয়েও কিছু মানুষ এসব দাপাদাপির পশ্চাতে আসল অভিসন্ধির পদার্ফাস করার চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছেন। শেষপর্যন্ত ফলাফল কি হবে তা সময়ই বলবে। কিন্তু আশা করার কারণ আছে যে এবারের নির্বাচন জনমোহনের কলাকুশলীদের উচিত শিক্ষা দেবে।

বামপ্রার্থীর সমর্থনে মিছিল

—প্রথম পাতার পর

দিয়ে আসা বিজেপি সরকার পুঁজিপতিদের স্বার্থে নীতি গ্রহণ করেছে। একের পর এক শিল্প হয় বন্ধ হয়ে গেছে নতুবা রুগ্ন হয়ে গেছে। শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে। কৃষকের ফসলের দাম নেই। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম হু হু বেড়ে সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। মানুষের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ চাপা দিতে মানুষের মধ্যে জাতের নামে, ধর্মের নামে ভাগ করে দিতে চাইছে। অন্যদিকে আমাদের রাজ্যে গণতন্ত্রকে খুন করে মানুষের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। এস এস সি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ এখন বন্ধ। প্যানেলে নাম থাকা চাকরিপ্রার্থীরা আজ দীর্ঘ ২৪ দিন অনশনে। তাদের নিয়ে কোনো মিডিয়া খবর করছে না। কারণ তৃণমূল-বিজেপির অর্থের কাছে সমস্ত মিডিয়া বিক্রি হয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকার চার হাজার ছশো কোটি টাকা বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয় করেছে। এই সমস্ত টাকা পেয়েছে মিডিয়া। তাই প্রতিনিয়ত মিডিয়াগুলো মানুষের মননে-চিন্তনে মিথ্যার সংক্রমণ ছড়াচ্ছে। সমীক্ষার নামে এই দলগুলোকে সব সময় এগিয়ে রাখছে। গত নির্বাচনে শুধু ভোট দেওয়ার অধিকার নয়, নির্বাচনে দাঁড়ানোর অধিকার পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছিল।

দেশ বাঁচাতে বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে। তাই আমাদের মানুষের বাড়ি বাড়ি যেতে হবে। তাদের বুঝিয়ে আমাদের লড়াই-এর ময়দানে আনতে হবে। চ্যালেঞ্জ নিতে হবে নির্বাচনে সন্ত্রাস মোকাবিলা করার। বামপ্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র দাসকে জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে দুই কর্মিসভা শেষে সেনেরডাঙা ও কালনা শহরে পৃথকভাবে দুটি বিশাল মিছিল হয়। ২৪ মার্চ সগড়াইয়ে রায়না ও খণ্ডঘোষ বিধানসভার কর্মিদের নিয়ে কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন অমল হালদার ও উদয় সরকার। সভার শেষে বর্ধমান পূর্ব কেন্দ্রের প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র দাস ও বিষ্ণুপুর কেন্দ্রের প্রার্থী সুনীল খাঁ-এর সমর্থনে একটি মিছিল এলাকা পরিক্রমা করে।

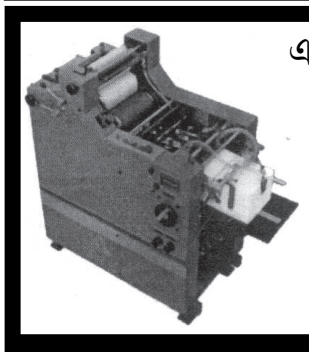

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

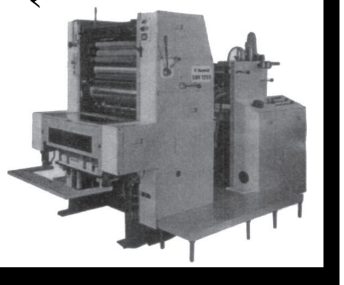

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা